বন্ধু বান্ধব তোমার কেহ নাই ঘরে
সকল লোক জন তোমার আছেন কুশলে ।
তুমি যত জিজ্ঞাসিলে কহিলাম সকল
আমি যাহা জিজ্ঞাসি তাহা কহত সত্বর ।
অনেক দিনের পর দেশে আইনু আচম্বিত
অযোধ্যার লোক কেন নহে হরষিত ।
শোক ওপবাসী লোক রাত্রি দিবা কান্দে
আমারে দেখিয়া লোক তোমার তরে নিন্দে ।
বাপের আওয়াসে গেলাম বাপ নাই দেখি
প্রমাদ পাড়িয়াছে মা মনে পাই সাক্ষী ।
যে কথা কহিতে লোকের মুখে না আইসে
হেন কথা কহে রাণী পরম হরিষে ।
সত্যবাদী তোমার বাপ সত্যে বড় স্থির
সত্য পালি স্বর্গে গেল পুণ্য শরীর ।
শূন্য রাজ্য আছে তোমার বাপের মরণে
আছাড় খাইয়া ভরত পড়ে ততক্ষনে ।
কাটিলে কদলী যেন ভূমেতে লোটায়
মূর্চ্ছিত হইয়া ভরত গড়াগড়ি যায় ।

হাত পা আচাড়ে ভরত বাপ বলি তাঁকে
কান্দিয়া বিকল ভরত হৈল বাপের শোকে।
কৈকেয়ী বলে শুন ভরত কর অবধান
তোমার ক্রন্দনে মোর বিদরে পরান।
সর্ব্ব শাস্ত্র জান ভরত মহাবুদ্ধি ধরে
মা বাপ লৈয়া কেবা কোথা রাজ্য করে।
ভরত বলে শুনিলাম বাপের মরণ
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তাঁরা কোথা দুই জন।
শ্রীরামের তরে বাপ দিবেন রাজ্যভার
আপনি বসিয়া রাম করিবেন অধিকার।
এই সব যুক্তি হৈল পূর্ব্বে আমি জানি
হেন যুক্তি বিপরিত এবে হৈল কেনি।
দশ হাজার বৎসর আমার বাপের জীবন
নয় হাজার বৎসরে বাপ মরেন কিকারণ।
রাজার মরনে তোমার নাহিক বিসাদ
অনুমানে বুঝি তুমি পাড়েছ প্রমাদ।
রাজার কন্যা কৈকয়ী বাড়িছে নানা সুখে
ভাল মন্দ না জানে বলে যত আইসে মুখে।

শ্রীরাম লক্ষ্মন দুই ভাই হইল তপস্বী
সীতা লৈয়া দুই ভাই হৈল বনবাসী।
ভরত বলেন তিন জন কেন গেল বনে
পরান বিদরে মাতা তোমার বচনে।
কার ধন জন লৈলেন কার লৈলেন নারী
কোন দোষে শ্রীরাম ভাই হৈল দেশান্তরী।
স্ত্রীর যত বুদ্ধি কেহ বুঝিতে না পারি
রঘুনাথের যত গুন কৈকেয়ী স্মরি।
লোকবৎসল শ্রীরাম ধর্ম্মেতে তৎপর
মা বাপের প্রান রাম গুনের সাগর।
শ্রীরাম রাজা হইলে লোক বড়ই কৌতুক
শ্রীরামের প্রসাদে লোক পায় নানা সুখ।
কালি রাম রাজা হইবেন আজি অধিবাস
হেনকালে রামকে পাঠাইনু বনবাস।
তোমারে রাজ্য দিয়া শ্রীরাম গেল বন
হাহা রাম করিয়া রাজা ত্যজিল জীবন।

মায়ের ক্ষীর মুখে কভু শুষিতে না পারে
লৈয়াছিল রাজ্য রাম কাড়িয়া দিনু তোরে ।
রাজা হৈয়া রাজ্য কর বৈস রাজপাটে
রাজশ্রী আছে ভরত তোমার ললাটে ।
ঘায়ের উপর ঘা পাইলে অধিক যেন জ্বলে
আছাড় খাইয়া ভরত পড়ে ভূমিতলে ।
আপনার গুণ মাতা কহ আপন মুখে
আপনা মজাইলে তুমি ডুবিলে নরকে ।
রাজকুলে জন্ম তোর শুনিলে কোনখানে
কনিষ্ঠ ভাই রাজা হয় জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে ।
তোমার বাপ ভাই কত করে ধর্ম্ম কর্ম্ম
সে বংশেতে কেন হৈল রাক্ষসীর জন্ম ।
নিশাচরী হৈয়া তুমি হইলি মানুষী
রঘুবংশক্ষয় হেতু হইলি রাক্ষসী ।
শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজিল জীবন
তবে কেন শ্রীরামে তুমি পাঠাইলে বন ।
তাঁহার প্রসাদে তোমার এতেক সম্পদ
তিন কুল মজাইলি স্বামী করিয়া বধ ।

মা হইয়া পুত্রের তরে দিল এত শোক
তোমার তরে কাটিলে তিলেক নাহি দুঃখ।
এমন রাক্ষসী তুই নাহি দেখি কোথা
তোমা হেন মা কাটিলে তিলেক নাহি ব্যথা।
পরশুরাম যেমত কাটিল মায়ের মাথা
ভৃগু মুনি কেন তবে কাটে মায়ের মাথা।
রাম পাছে বর্জ্জেন মোরে এই সভে চিন্তা
অধর্ম্ম না হয় যদি কাটি তোর মাথা।
ইহার কারণ রাম যদি করেন বর্জ্জন
তবু তোরে কাটি আমি বধিব জীবন।
কোপে অগ্নি হইল ভরত যায় কাটিবারে
ওঠি রড় দিল কৈকেয়ী ভরতের ডরে।
কত দূর গিয়া কৈকেয়ী করিছে বিসাদ
কার লাগি করিলাম এতেক পুমাদ।
মা সম্ভাষিতে শত্রুঘ্ন আইল সেইখানে
ভরতের ক্রন্দন দেখি কাঁদে দুই জনে।
ভাই ভাই বলিয়া ভরত কৈল কোলে
দুই জনার অঙ্গ তিতে নয়নের জলে।

শ্রীরামের তরে বাণ দিল রাজাযে গু
কোথা হৈতে কুজী চেড়ি পাড়িল পাষণ্ড।
কুজী চেড়ি বসিয়াছিল রত্নসিংহাসনে
মুক্তার হার তার কুজের শোভনে।
খসিয়া পড়ি যেন আকাশের তারাগণ
তোমার লাগিয়া বাপ মরে ভাই গেল বন।
প্রাণ বধ করি তোর জীবনের ঘুচাইব আস
তুই কুজী হৈতে মোর হইল সর্ব্বনাশ।
কুজীর লাগ পাইলে ভাই মারিব পরাণে
বিধাতানির্ব্বন্ধে কুজী আইল সেইখানে।
ধবল সাড়ি পরিয়াছে নানা অভরণ
সর্ব্বাঙ্গ পুরিয়াছে কুজী গন্ধ চন্দন।
মুক্তার হার তার কুজের ওপর
ভরত রাজা করিতে যায় হরিষ অন্তর।
এতেক প্রমাদ হৈবে কুজী নাই জানে
ভরত রাজা করিতে আইসে হরিষ বড় মনে।
হেনকালে দ্বারি বলে শুন শত্রুঘ্ন
এই কুজী করিল বুড়া রাজার মরণ।

এই কুজী রামে পাঠাইল বনবাস
এই কুজী সকল রাজ্য করিল বিনাশ ।
এই কুজী মজাইল অযোধ্যা নগরী
এই কুজী মরিলে সকল দুঃখ পাসরি ।
শত্রুঘ্ন বলে ভাই লৈয়াছে আমার মন
এখনি কুজীর আমি বধিব জীবন ।
কুপিত হইয়া শত্রুঘ্ন কুজীর ধরে চুলে
চুলে ধরি কুজীরে পাড়িল ভূমিতলে ।
হিঁচুড়িয়া লৈয়া যায় কুজীর ধরিয়া চুলে
কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া বোলে ।
মরি২ বলিয়া কুজী পরিত্রাহি ডাকে
চুল ছিঁড়ে গেল কুজী কৈকেয়ীর ঘর ঢোকে ।
কুজী বলে কৈকেয়ী মোরে কর পরিত্রান
ভরত শত্রুঘ্ন মোর লইল পরাণ ।
কৈকেয়ীর ঘরে শত্রুঘ্ন সামাইল রড়ে
চুলে ধরি কুজীরে ঘরের বাহির করে ।

তবু তার হাড় আছে কুজের শোভন
ছিঁড়িয়া পড়িল যেন দীপ্ত তারাগন।
তোর লাগি বাপ মরে ভাই বনবাসী
সকল সৃষ্টিনাশ করিলি তুই হৈয়া দাসী।
কৈকেয়ীর প্রধান দাসী ভরতের ধাইমা
রক্তে তোলবোল হৈল কুজীর সর্ব্ব গা।
চুলে ধরি লৈয়া যায় কুজীর যায় চড়
শত্রুঘ্ন দেখি কৈকেয়ী ওঠিয়া দিল রড়।
চেড়িরে মারিয়া পাছে আমায় আসি মারে
ত্রাস পাইয়া কৈকেয়ী পলায় ওভরড়ে।
শত্রুঘ্ন বলে শুন কৈকেয়ী মতাই
পলাইয়া যাইহ নাই এক কথা কই।
সাত শত সতিনী জিনিয়া তোমার প্রতাপ
তুমি যাহা বলিতে করিতেন মোর বাপ।
রাজার কুমারী তুমি রাজার মহাদেবী
তোমাসম সৌভাগ্যা স্ত্রী নাহিক পৃথিবী।
শচীর অধিক সম্পদ বলে সর্ব্ব লোকে
আমি কেন মারিব তুমি ডুবিলে নরকে।

চেড়ির বোলে তোমার বুদ্ধি গেল রসাতল
দোষ অনুরূপ তোমার কি করিব ফল।
যদি তোমায় বধি প্রাণে দুঃখ নাই ঘুচে
সতমা বধ করিয়া কুজী বধিব পাছে।
তোমার চেড়িরে মারিব তোমার সম্মুখে
জ্বলিয়া পুড়িয়া যেন মর চেড়ির শোকে।
চুলে ধরিয়া চেড়িরে মাটিতে মুখ ঘসে
দেখিয়া কৈকেয়ী দেবী কাঁপিছে তরাসে।
বুকে হাটু দিয়া তবে কুজীর ধরে গলা
মুদ্গরের বাড়িতে ভাঙ্গিল পায়ের নলা।
একেত কুব্জিত কুজী তায় হইল খোঁড়া
সর্ব্ব গায়ে জর গেল যেন রক্তবোড়া।
অচেতন হইল কুজী শ্বাসমাত্র আছে
ভরত বলেন স্ত্রীবধ হইয়া থাকে পাছে।
ধিরে২ বলেন ভরত শোকে অচেতন
স্ত্রীহত্যা হয় পাছে শুনরে শত্রুঘ্ন।
রক্তচর্ম্ম নাই কুজীর অস্থিমাত্র সার
স্ত্রীবধ হয় পাছে ভাই না মারিহ আর।

স্ত্রীবধ মহাপাপ শুনরে শত্রুঘ্ন
এই পাপে রাম তোমায় করিবেন বর্জ্জন।
মায়ে না কাটিলাম আমি এই পাপের ডরে
এত শুনি শত্রুঘ্ন কুজীর তরে ছাড়ে।
কুজীরে ধরিয়া দিল কৈকেয়ীবিদ্যমান
এতেক প্রমাদে তার রহিল পরান।
ভরত বলেন শত্রুঘ্ন দেবে সকল জানে
এতেক হইবে ভাই জানিব কেমনে।
শ্রীরামের তরে বাপ দিলেন ছত্র দণ্ড
মা কোথা থাকি আমার পাড়িল পাষণ্ড।
সংসারের ভোগ ভুঞ্জে তবু নাই আঁটে
রাজমহাদেবী হইয়া চেড়ির বাক্যে খাটে।
আমি দুষ্ট চণ্ডাল হইলাম মায়ের দোষে
মতাইর ঠাঁই যাব আমি কেমন সাহসে।
শত্রুঘ্ন বলে মতাই না করিবেন রোষ
আপনি জানেন মতাই যার যত দোষ।
ভরত শত্রুঘ্ন এথা কান্দেন দুই জনে
আপন আওয়াস থাকিয়া কৌশল্যা সব শুনে।

ভরত শত্রুঘ্ন চলিল ভাই দুই জন
কৌশল্যার করিলেন দোঁহে চরণ বন্দন ।
পুত্র২ বলি কৌশল্যা ভরতে নিলেন কোলে
দুই জনার সর্ব্বাঙ্গ তিতিল চক্ষুর জলে ।
রাত্রি দিবা কৌশল্যার না ঘুচে ক্রন্দন
মায়ে পোয়ে রাজ্য ভরত কর দুই জন ।
শ্রীরামকে রাজ্য দিতে রাজা করিল অধিবাস
হেনকালে তোমার মা দিলেন বনবাস ।
কার ধন হরিলেন পুত্র কার হরিলেন নারী
কোন দোষে পুত্রে মোর করিলেন দেশান্তরী ।
আমারে কেন থুইয়াছ আমি তোমার কাঁটা
শ্রীরামের ঠাঁই পাঠাও মাথায় ধরি জটা ।
দুঃখভাগী যেই জন সেই পায় দুঃখ
মায়ে পোয়ে ভরত তুমি কর রাজ্যসুখ ।
প্রাণ ওড়িল ভরতের কৌশল্যার বোলে
শ্রীরামের সেবক আমি তুমি জান ভালে ।
আমি যদি জানি শ্রীরাম গিয়াছেন বনে
দিব্য করি সত্তাই আমি তোমার চরণে ।

রাজা হইয়া প্রজা পীড়ে না করে পালন
তত পাপের পাপী হই জানিহ কারণ।
প্রজা হৈয়া রাজার দ্রোহ করে যেই লোকে
তত পাপের পাপী হই ডুবিব নরকে।
বিদ্যা পাইয়া গুরুরে যে না করে সেবন
কর্ম্ম করি দক্ষিণা না দেই যেই জন।
আপনা বাখানে যেবা পরনিন্দা করে
ইহার অধিক পাপী নাহিক সংসারে
স্থাপ্য ধন হরিলে হয় যতেক পাতক
তত পাপের পাপী আমি ভুঞ্জিব নরক।
মুই জানি শ্রীরাম যদি গিয়াথাকে বনে
এই দিব্বি করি আমি তোমার চরণে।
এত দিব্বি করে ভরত কৌশল্যা বরাবরে
শোক পাসরিনু ভরত তোমার ব্যবহারে।
রামের হৃদয় যেমন ধর্ম্মেতে তৎপর
তোমার হৃদয় ভরত একই সোসর।
চৌদ্দ বৎসর গেলে রাম আসিবেন দেশ
তত দিনে দুই প্রাণ হইবে নিঃশেষ।

মরা শরীর আছে রাজার বড় পাই লাজ
ঝাট করি কর ভরত বাপের অগ্নিকায।
বাপের শোক ভাইর শোক মায়ের অপযশ
কান্দিয়া বিকল ভরত রাত্রি দিবস।
আমা লাগিয়া বাপ মরে ভাই বনবাসী
এতেক জানিলে কেন দেশের তরে আসি।
বশিষ্ঠ বলেন ভরত তুমি বিচারে পণ্ডিত
তোমারে বুঝাব আমি নহেত উচিত।
সত্য পালিয়া রাজা গেল স্বর্গবাস
হেন বাপের তরে কান্দ পুন্য হয় নাশ।
শ্রীরাম হেন পুত্র যার গুনের নিধান
মরিয়া থাকিল রাজার পৃথিবীতে নাম।
অশেষ প্রকারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি
কিছুই না শুনে ভরত চক্ষে পড়ে পানি।
কেমতে ধরিব প্রান বাপের মরনে
কেমতে ধরিব প্রান শ্রীরাম গেল বনে।
সর্ববাঙ্গ তিতিল ভরত লোহে ভরে আঁখি
দুই শোকে প্রান রহে কোথাও না দেখি।

মেঘে যেন চন্দ্র ঢাকিলে হয় মলীন
কান্দিয়া২ ভরতের কাল হৈল বরন।
পাত্র মিত্র সঙ্গে আর বশিষ্ঠ পুরোহিত
বাপের আওয়াস গেল লোক বেষ্ঠিত।
সাত শত রানী তারা শোক উপবাস
ভরতের সঙ্গে গেল রাজার আওয়াস।
বাপ দেখি বলেন ভরত এই তোমার গতি
অনেক দিনের পর আইলাম দেহত সম্মতি।
তোমা দেখিতে আসিয়াছেন সব পুরীজন
উঠিয়া সভারে দেহ প্রবোধ বচন।
মায়ের দোষে বাপা না চান চক্ষের কোনে
তত অপরাধ করিনু তোমার চরণে।
বশিষ্ঠ বলে ভরত এখন তেজহ ক্রন্দন
বাপের অগ্নিকার্য্য কর শ্রাদ্ধ তর্পণ।
বাপের কার্য্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রে হয়ত অধিকার
রাম দেশে নাই তুমি করহ সংস্কার।
অগৌর চন্দনকাষ্ঠ আনে ভারে২
ঘৃত মধু কলসে ভরি লইল সত্বরে।

মুকতা পুবাল আন বহুমুল্য ধন
রাজচতুর্দ্দোল আন বিচিত্র সিংহাসন।
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধে মনোহর
রাজচতুর্দ্দোলে রাজা চাপাই সত্বর।
অযোধ্যা নগরে যত স্ত্রী পুরুষ আছে
মাতায় হাত দিয়া যায় দশরথের পিছে।
তৈলের ভিতর বাসি মরা আছে রাজা
পৃথিবী পালিল যত লোক জন পুজা
দশরথে স্নান করায় শরযুর কুলে
দেখিয়া সকল লোক হইল বিকলে।
সুন্দর বস্ত্র পরাইল সুন্দর কস্তুরী
সর্ব্বাঙ্গে চরিয়া দিল সুন্দর ওত্তরী।
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধে মনোহর
হেন মালা দিল রাজার গলার ওপর।
চিতার ওপর লইয়া করায় শয়ন
হেটে ওপর কাষ্ঠ দিল অগৌর চন্দন।

তিন লক্ষ ধেনু ভরত ব্রাহ্মণে দিল দান
রাজার সম্মুখে আনি দেয় শাস্ত্রবিধান।
মরা শরীর ভস্ম করিল ঘৃতের অনলে
বাপের তর্পন করিল ভরত শরযূর জলে।
তর্পন করি পিণ্ড দিল ওঠিয়া নদীর পাড়ে
মূর্চ্ছিত হইয়া ভরত আছাড় খাইয়া পড়ে।
ভরত বলেন তোমরা সকল যাহ দেশে
বাপের অগ্নিতে আমি করিব প্রবেশে।
বাপ পরলোক গেল ভাই গেল বন
দেশের তরে যাব আমি কোন প্রয়োজন।
বশিষ্ঠ বলেন ভরত উপযুক্ত নয়
জন্মিলে মরন আছে অবশ্য ইহা হয়।
মরন হয় এড়াইতে না পারে সংসারে
মরিলে সকলের জন্ম হয় আরবারে।
সকলে মরেন কেহ নহেত অমর
ক্রন্দন সম্বল ভরত চলহ সত্বর।
শূন্য হইল আজি অযোধ্যা নগরী
রথে চড়ি গেল সভে রাজার অন্তঃপুরী।

কান্দিতে২ উপবাসে পোহায় রজনী
রাত্রি দিন কান্দে ভরত চক্ষে পড়ে পানি।
ত্রয়োদশ দিবসে ভরত কৈল শ্রাদ্ধ দান
নানা দান করে ভরত শাস্ত্রের বিধান।
ঘোড়া হাতী দান কৈল রথ সাজন
মণি মানিক দান কৈল গায় সাজন।
বিপ্রে দান দিল সোনা সাত লক্ষ তোলা
লক্ষ ধেনু দান কৈল বিস্তর সোনার মেখলা।
তিরাশি লক্ষ মোন সোনা আছিল ভাণ্ডার
সকল ধন বিলাইল ধন নাই আর।
আটাশি লক্ষ ধেনু ভরত করিলেক দান
পৃথিবীতে দাতা নাই ভরতসমান।
যত২ রাজা হৈল চন্দ্র সূর্য্যকুলে
এমন দান কেহ কোথা না করে ভূমণ্ডলে।
শ্রাদ্ধ নিবড়িল তবে নিবড়িল দান
পাত্র মিত্র কহে গিয়া ভরতের স্থান।
সূর্য্যবংশের রাজ্য তোমার অযোধ্যা নগরী
তোমারে রাজা দিয়া রাজা গেল স্বর্গপুরী।

বাপে দিল কার্য্য তুমি ছাড় কিকারণ
রাজা হইয়া কর তুমি প্রজার পালন।
তুমি বই রাজ্য করিতে আনের নাই সাজে
রাজা না হইলে তোমার বাপের রাজ্য মজে।
ভরত বলেন হেন যুক্তি না বলিহ আর
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার।
রাজা হৈয়া আমি যদি বৈশি রাজপাটে
মা যত দোষ করিল আমায় সব ঘটে।
রাজার যোগ্য আমার শ্রীরামচন্দ্র ভাই
শ্রীরামে রাজা করিব আমি চলহ তথাই।
অভিষেকের যত দ্রব্য লহ রাজ্যখণ্ড
তথা গিয়া শ্রীরামের ওপর ধরি ছত্র দণ্ড।
রাম রাজা করিয়া পাঠাব নিজ দেশে
রামের বদলে আমি থাকিব বনবাসে।
ডাঙ্গাডহর সোসর করহ সকল বাট
সুখে পথ বহে যেন ঘোড়া হাতী ঠাট।
ভরতের আজ্ঞায় সকলে পড়ে তাড়া
ভরতে বলেন সভে হাত করি জোড়া।

তোমার যশ যত তাহা ঘুষিবে সংসারে
তোমার মায়ের অপযশ ভারতভিতরে।
ভাল মন্দ মায়ে পোয়ে এথাই বিদ্যমান
কৈকেয়ীনিন্দা করে লোক ভরত বাখান।
আর কিছু না কহে ভরত মন করিল দড়
হাতী ঘোড়া ঠাট কটক সব সমেত চল।
ঘোড়া হাতী রথ নড়ে সাজন সারথি
শ্রীরাম আনিতে ভরত চলে শীঘ্রগতি।
দাস দাসী চলিল রাজার যত স্ত্রী
ছোট বড় সকল চলিল অন্তঃপুরী।
শ্রীরাম আনিতে ভরত চলিল ত্বরিতে
রাজ্যখণ্ড লোক আগু চায়ত ভরতে।
সৈন্য সামন্ত নড়ে যুদ্ধসেনাপতি
ভরতের আজ্ঞায় চলিল শীঘ্রগতি।
কৌশল্যা সুমিত্রা নড়ে দুই সতিনী
আর যত চলিলেন বুড়া রাজার রাণী।

বিশষ্ঠ আদি করিয়া যতেক মুনিগন
রাজ্যসমেত চলে সকল পুরীজন।
কৈকেয়ী না যায় কেবল ভরতের ডরে
বিংশতি ক্রোশ পথ কটক আছে যোড়ে।
কতক দুর গিয়া ভরত করিল দেয়ান
হেনকালে বশিষ্ঠ বলে ভরতবিদ্যমান।
যত্ন করি আপনি বিধাতা যদি আইসে
তবু শ্রীরামেরে আনিতে নারিবেন দেশে।
হেন রামে আনিতে চলিয়াছ সংসার
আনিতে নারিবে রাম দুঃখমাত্র সার।
বাপের সত্য পালিতে শ্রীরাম গেল বন
বাপে দিল রাজ্য তুমি ছাড় কিকারন।
ভরত বলে আমার তুমি কিসের পুরোহিত
পুরোহিত হৈয়া কেন বল অনুচিত।
তোমার চরণে মোর শত পরিহার
হেন অমঙ্গল বাক্য না কহিও আর।
শ্রীরামের চরন বিনা গতি নাই আর
রামেরে আনিয়া আমি দিব রাজ্য তার।

যুক্তি দিয়া ভরত্তেরে না পারে রাখিতে
শ্রীরাম আনিতে ভরত চলে রাজ্যসমেতে ॥
যমুনার পার রাম আছেন বনবাসে
উত্তরিল গিয়া ভরত শৃঙ্গবের দেশে ।
পৃথিবী যুড়িয়া ঠাট এক চাপে যায়
গঙ্গাতীরে বৈসে চণ্ডাল দূরে থাকিয়া চায় ।
কোন রাজা সাজিয়া আইসে যুদ্ধ করিবারে
আপনার ঠাট গুহা এক ঠাঁই করে ।
চিনিলেক গুহা যত অযোধ্যার ঠাট
আপন কটকে গুহা আগু ছাইল বাট ।
গাছের বাকল পরাইল পাঠাইল বনে
রাজ্যখণ্ড লৈলা তবু ক্ষমা নাই মনে ।
আমার বিদ্যমানে আমার মিতারে সাজে বাড়ি
না জানে ভরত পাছে আছে গুহার বাড়ি ।
সাজিল চণ্ডাল ঠাট ধনুকে দিয়া চড়া
বিষম শরেতে মুই কাটিব হাতী ঘোড়া ।
সকল ঠাট কাটিয়া আজি ফেলাব খর স্রোত
দেশের তরে বাহুড়িয়া না যায় ভরত ।

মার২ বলিয়া দগাড়ে দিল কাটী
হেনকালে গুহা বলে ভরতে আগু ভেটী।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কলসি২
অমৃতসমান ফল আনিল রাশি২।
গুবাক নারিকেল কান্দি আম্র কাঁঠাল
অমৃতসমান ফল লৈল ভারেভার।
ভাল মৎস্য বান্ধিয়া নিল রোহিত চিতল
মাথায় বোঝা কান্ধে ভার বহেত সকল।
যদি ভরত শ্রীরামের তরে করেন রাজা
ভালমতে করিব ভরতের পূজা।
যদি ভরত আসিয়া থাকেন বিপক্ষ জানে
তবে ভরতের ঠাট কাটিব আজি বানে।
সাত পাঁচ গুহা তখন চিন্তে মনেমন
হেনকালে সুমন্ত্র আসি বলেন বচন।
সুমন্ত্র বলে রাম নিতে আইলেন ভরত
এথা হৈতে শ্রীরাম গেলেন কোন পথ।
গুহা বলে হেথা দেখা না পাবে ভরত
হেথা হইতে গেলেন রাম চিত্রকূট পর্ব্বত।

ভরতের তরে গুহা নোঙাইল মাথা
ভেট দিয়া গুহা তবে কহেন সব কথা।
গুহা বলে ঠাট তোমার বনের ভিতরে
আজ্ঞা কর কটক ভুঞ্জে অতি ব্যবহারে।
ভরত বলেন ঠাট মোর বহু নিদর্শন
যাবৎ না হয় রামের সনে দরশন।
গঙ্গার ঢেউ উঠে বিষম শঙ্কটে
তুমি যদি পার কর যাই চিত্রকূটে।
গুহা বলে আমার ঠাট সকল পথ জানে
কটক সমেত ভরত যাই তোমার সনে।
তোমার বচনে আমি না যাই প্রতীত
মনে তোলা পাড়া করি দেখি বিপরীত।
কোন রূপ রীতি আইলে ভাই দরশনে
সাজন কটক দেখি বিস্ময় হয় মনে।
ভরত বলেন মন তুমি না জান আমার
শ্রীরামের চরণ বিনা গতি নাহি আর।
শ্রীরাম বই রাজা হৈতে আনে নাহি পারে
রাজ্যসমেত আইলাম রাম নিবার তরে।

গুহা বলে ধন্য ভরত তোমারে আমারে
তোমার যশ ঘুষিবারে রহিল সংসারে।
তোমা হেন ধীনা ভাই রঘুনাথ মিত্র
রঘুবংশ ধীন্য তুমি করিলে পবিত্র।
ভরত বলে গুহা তুমি চণ্ডালের রাজা
কত দিন রঘুনাথের করিলে হে পূজা।
আমি দুষ্ট চণ্ডাল হইলাম মায়ের দোষে
আমাকে কি বলি রাম গেল কোন দেশে।
গুহা বলে এখানে রাম ছিল দুই রাত্রি
দুই রাত্রি এক ঠাঁই ছিলাম সংহতি।
লক্ষ্মন রামের ভক্ত সেবিতেন রাত্রি দিনে
চারি প্রহর থাকিতেন হাতে ধনুক বানে।
সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া রাম মনে চিন্তে
এথা থাকিলে আমা নিতে আসিবে ভরতে।
এথা হৈতে যাই আমি চিত্রকুট পর্ব্বতে
সেথা থাকিলে আমার দেখা না পাবে ভরতে।
সেই পথে তিন জন করিল গমন
গঙ্গা পার করিয়া থুইলাম তিন জন।

ভরত বলেন তিন জন গেলেন এই পথে
সেই পথ দিয়া তবে চলিল ভরতে।
তাহা এড়িয়া ভরত আর কত দূর গেলে
খড়ের শয্যা ভরত দেখিল গাছের তলে।
তার ওপর শুইয়াছিলেন রাম বনবাসী
খড়েতে ছিড়িয়াছে পাটকাপড়ের দশী।
কাপড়ের দশী আর খসিয়াছে অভরন
ঝিকিমিকি করে যেন সূর্য্যের কিরন।
তাহা দেখি ভরত আছাড় খাইয়া পড়ে
কেমনে শুইয়াছিল ভাই খড়ের ওপরে।
কেমতে আছিল লক্ষ্মন সীতাত জানকী
চিনিলাম সেই অভরন করে ঝিকিমিকি।
আছাড় খাইয়া ভরত লোটায় ভূমিতলে
সুমন্ত্র ধরিয়া তখন ভরত নিল কোলে।
রাজার শোকে রামের শোকে হইল অজ্ঞান
তোমার ক্রন্দনে মোর বিদরে পরান।
উঠিয়া বসিল ভরত কৌশল্যার বচনে
কান্দিয়া বিকল ভরত হৈল সেইখানে।

ঘোড়া হাতী ঠাট কটক সাত শত রাণী
উপবাসে সেইখানে বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে চলিল ভরত মহাকোলাহলে
ঠাট কটক সমেত রহে ভাগীরথীর কূলে।
গুহা চণ্ডাল আছে ভরতের সঙ্গে
নৌকা আনি পার করে গঙ্গার তরঙ্গে।
পঞ্চাশ কোটি নৌকার প্রধান ঠাকুর
জল ছাইয়া নৌকা আইল গঙ্গার দুই কূল।
নৌকা মানুষে গঙ্গা পূরিল দুইকূলে
গঙ্গা পার হৈল ভরত কটক মহাবলে।
সৈন্য সামন্ত যত আগে হৈল পার
ঘোড়া হাতী পার হৈল কটক অপার।
সাজন নৌকায় পার হৈল সাত শত রাণী
রাজ্যসমেত পার হৈল সাত অক্ষৌহিণী।
গুহা বলে চিত্রকূটে আমার নাই কার্য্য
মেলানি দেহ আমি যাই আপনার রাজ্য।
নেওটিয়া দেশে যখন করহ গমন
নৌকা মানুষ আমার রহিবে সাজন।

ভরত বলে চণ্ডাল তুমি শ্রীরামের মিত
তোমার পূজা করিতে মোর হয়েত উচিত।
যারে কোল দিয়াছেন আপনি শ্রীরাম
তোমারে উচিত আমার করিতে প্রনাম।
চাপিয়া ভরত তারে দিল আলিঙ্গন
সুগন্ধি চন্দন দিল বহুমূল্য ধন।
প্রসাদ পাইয়া গুহ আইল নিজ দেশে
চিত্রকুটে গেল ভরত রামের উদ্দেশে।
মধ্যে মাধব তীর্থ আছে সেই পথে
তাহারে দক্ষিণ করি চলিল ভরতে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট রাখিয়া গেল ঘাটে
জন চারি লৈয়া ভরত গেল চিত্রকুটে।
ভরদ্বাজ বসিয়াছেন চিত্রকুট পর্ব্বতে
মুনির চরণ গিয়া বন্দিল ভরতে।
দশরথের পুত্র আমি ভরত মোর নাম
রাজ্য ছাড়ি বনে আইল মোর জ্যেষ্ঠ রাম।

রামের উদ্দিশে আমি করিয়াছি গমন
কোন দেশে শ্রীরামের পাব দরশন।
মুনি বলেন ভরত তোমার বুঝিতে নারি মন
একেশ্বর আসিয়াছ না বুঝি কারণ।
কটকসমেত আসিয়াছ থুইয়া আইলা পথে
কোন রূপে আসিয়াছ না পারি বুঝিতে।
ভরত বলে কপট রূপে আসিয়া থাকি মুনি
ধ্যান করি মুনি সব জানহ আপনি।
সকল কটকে আইলে আশ্রমে হবে পীড়া
তেকারনে পথে থুইয়াছি হাতী ঘোড়া।
সকল কটক মোর সাত অক্ষোহিনী
কোনখানে রহিবে ঠাট ভয় করি মুনি।
তোমার পীড়া হইলে মুনি বড় করি ভয়
পুরীসমেত আসিয়াছি শুন মহাশয়।
রাজ্য শূন্য হইয়াছে অযোধ্যা নগরী
রাম নিতে আমার সঙ্গে আইল সব পুরী।
পৃথিবীর যত লোক আইল নিতে রামে
কোন খানে রহিবে ঠাট তোমার আশ্রমে।

ভরতের কথা শুনি আজ্ঞা দিল মুনি
আপন ইচ্ছায় আন ঠাট যত অক্ষৌহিণী।
দিব্য আওয়াস ঘর দিব্য দিব বাসা
অতিথিব্যবহারে সভার করিব জিজ্ঞাসা।
ভরত বলেন কেবল খানি কত ঘর
ক্ষেত্রেতে রহিবে ঠাট কটক বিস্তর।
ভরতের কথা শুনি মুনির হৈল হাস
এখনি দেখিবে ঘর দিব্য আওয়াস।
কটক আনিতে ভরত চলিল আপনি
এথা চমৎকার করেন ভরদ্বাজ মুনি।
যজ্ঞশালায় গিয়া মুনি ধ্যান করি বৈশে
যখন যারে আজ্ঞা করেন সেই তখন আইসে।
সভার আগে বিশ্বকর্ম্মা হৈল আগুয়ান
পর্ব্বত ওপর পুরী করিল নির্ম্মাণ।
মুনি বলে বিশ্বকর্ম্মা শুনহ বচন
অমরাবতী স্বর্গ হেন করিবে পত্তন।
আশী যোজন পর্ব্বতের আওতন
সোনার আওয়াস ঘর করিল গঠন।

সোনার প্রাচীর ঘর সোনার আওয়ারী
সোনার বান্ধিল ঘাট দিঘী আর পুখরী।
পুরীর ভিতর করে দিব্য সরোবর
হস্তী ঘোড়া সাজাইল পাইকশালা ঘর।
সোনার খাটে শয্যা কৈল রত্নসিংহাসন
দেবকন্যা লৈয়া ঠাট করিবে শয়ন।
সোনার বাটা কৈল আর সোনার ডাবর
কস্তুরী কুমং থুইল গন্ধে মনোহর।
যতং নদী আছে পৃথিবীমণ্ডলে
হস্তী ঘোড়া কটক স্নান করিবে সেই জলে।
সাত শত নদী আইল মুনির ধ্যানে
পুণ্যাম্ব নদী যমুনা আইল সেইখানে।
নর্মদা কৃষ্ণবেনী আইল গোদাবরী
সিন্ধু ভৈরব আইল নদীত কাবেরী।
শরযু তমসা আইল আর মহানদ
তাহার জলে তর্পণ কৈলে পায় মোক্ষপদ।
কালিন্দী পুষ্কর নদী আইল গণ্ডকী
শ্বেত গঙ্গা বিজয়ী গঙ্গা আইল কৌশিকী।

ইক্ষুরস নদী আইল সুগন্ধি সুস্বাদ
মধুরস নদী আইল ঘুচে অবসাদ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি রহে চারি ভিতে
ঘৃতের নদী বহিয়া আইসে সুদু ঘৃতে
সাত শত নদী তথা আইল শীঘ্রগতি
চিত্রকূট পর্ব্বতে আইল গঙ্গা ভাগীরথী।
ভরদ্বাজের তপের কথা বড় চমৎকার
সকল দেবতা আইল দশ দিগপাল।
দেবকন্যা লৈয়া আইল দেব পুরন্দরে
যে কন্যার রূপেতে পৃথিবী আলো করে।
হেমকূট দেখি যেন সূর্য্যের কিরণ
আছুক আনের কায ভুলে দেবগণ।
কৈলাশ হইতে আইল ধনের অধিকারী
সোনার বাসন থালে আলো করে পুরী।
সুমেরু পর্ব্বত হৈতে আইল পবন
মলয়ের বায়ুতে হরিল সভার মন।

দ্বিজরাজ চন্দ্র আইল অমৃতের স্থান
পরম কৌতুকে ঠাট করিবে মধু পান।
জলের ঠাকুর বরুন আইল অনল
যক্ষগন রক্ষগন আইল বিদ্যাধর।
শনি আদি নবগ্রহ সূর্য্য মহাশয়
চিত্রকূটে আইল সকল মুনির আলয়।
তম্বুর নারদ আইল মধুর বীনা শুনি
নৃত্যক নৃত্যকী আইল অদ্ভুত নাচনি।
শূন্য হইল অমরাবতী ইন্দ্রের নগরী
চিত্রকূট পর্ব্বতের উপর হৈল স্বর্গপুরী
হেনকালে ভরত কটকসমেত আইসে
এতেক করিল মুনি চক্ষুর নিমেষে।
দেখিয়াত ভরতের লাগে চমৎকার
দেবগন মুনিগন যুক্তি কৈল সার।
ভরতের সনে যদি রাম যান দেশে
দেব মুনিগন রহিতে নারিবে স্বর্গবাসে।
রাম দেশে গেলে নাই মরিবে রাবনে
মুনি সব রহিতে নারিবে তপোবনে।

রাম নিতে ভরত যেন না যান বনবাসে
এথা হৈতে ভরতে পাঠাইয়া দেহ দেশে।
দেবগান মুনিগান করিল মন্ত্রনা
ভবনমণ্ডল ঘরে রহে সর্ব্ব জনা।
যার যোগ্য যেই আওয়াস যায় সেই জন
যেই দিগে চাহে লোক সেই দিগে রহে মন।
নারায়ন তৈল মাখায় তায় আমলকী
স্নান করিতে যান সভে সরোবর দেখি।
কোন পুরুষে যে জন গঙ্গা নাই দেখে
স্নান তর্পন করে সেই পরম কৌতুকে।
হস্তী ঘোড়া কটক সব চলিল বিস্তর
জলকেলি করিতে সভে গেল সরোবর।
সাত শত নদী তথা চিত্রকুটে রহে
নদী স্নান করিতে যায় খরতর বহে।
স্নান করিয়া কটক পরে বিচিত্র বসন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন।
কেহ২ বান্ধিলেক বিচিত্র মাতার পাগ
নানা অভরন পরে যার যেই লাগ।

সকলে পরিল দিব্য নানা আভরণ
কেহ ঠাকুর কেহ নফর না হয় চিনন ।
ভোজন করয়ে ঠাট বড় পরিপাটি
সোনার পিঁড়ি সোনার থাল সোনার সব বাটি ।
সোনার গাড়ু সোনার ডাবর সোনার সব ঝারি
আশী যোজনের পথ কটক বসিল সারি২ ।
দেবকন্যা আসিয়া দেয় কটক বসি খায়
কেহ পরিবেশন করে দেখিতে না পায় ।
ঘৃত অন্ন দুগ্ধ দধি সুগন্ধি কোমল
নানা বর্ণে পিঠা খাইয়া হইল পাগল ।
চন্দ্রমতী বড়া পিঠা মুগের সাওলি
অমৃতসম দুগ্ধে ফেলিল নারিকেল পুলি ।
নানা মধু পান করে সুগন্ধি সুস্বাদ
যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ ।
গলাসোঁসর পেট হৈল বুক পাছে ফাটে
আচমন করি সকল ঠাট ওঠে খাটে ।
খাটে বসি ক্ষীর সনে করিল শয়ন
দেবকন্যা আসিয়া করে গায়ের মর্দ্দন ।

নারদ বীণা বাজায় তম্বুরে গায় গীত
মলয় বসন্তবায় হরিলেক চিত।
অনেক বিদ্যাধরী সব শুইলেক কোলে
সুখে রাত্রি বঞ্চে ঠাট নানা কুতুহলে।
প্রতি আওয়াসে সব নাচের শব্দ শুনি
পরম কৌতুকে ঠাট বঞ্চিল রজনী।
দেশের ভরে যাইব আর হেন সাধ নাই
অমরাবতী স্বর্গ যোরা পাইনু হেথাই।
এত সুখ কেহ নাই করয়ে সংসারে
আছুক অন্যের কায বশিষ্ঠ মুনিবরে।
এত সুখ ঠাট করে ভরত নাই জানে
শ্রীরামের চরুন বিনে ভরতের নাই মনে।
এতেক করিল মুনি ভরতের তরে
তবু ভরতেরে মুনি ফিরাইতে নারে।
প্রভাতকালে ভরত গেলেন মুনির পাশে
রাম বই মুনি আমার মনে নাই বাসে।
যত কিছু মুনি তুমি করিলে ব্যবহার
শ্রীরাম বিনা দেখি মুনি সব অন্ধকার।

মুনি বলেন ভরত আমি পরিক্ষিলাম তোমা
ত্রিভুবনে ভাইভক্ত নাই কোন জনা।
বর মাগ ভরত বলিল ভরদ্বাজ
আমার বরে ভরত তোমার সিদ্ধ হইবে কাম।
ভরত বলেন মুনি মোর আর নাই মন
বর দেহ শ্রীরামের পাই দরশন।
মুনি বলে রামের কথা কহিব বিশেষ
রামেরে আনিতে ভরত না পারিবে দেশ।
এই পথে গেলে ভরত পাইবে দরশন
যমুনার পার রাম আছেন তপোবন।
মর্ম্ম কথা ভরতেরে মুনি নাই কয়
সৈন্য সামন্ত লইয়া ভরত সেই পথে যায়।
পৃথিবীর লোক যায় ধূলায় অন্ধকার
কটক লইয়া ভরত যমুনা হইল পার।
গাছতলে লক্ষ্মণ ঘর বান্ধেছে দুই খানি
লতার বন্ধন ঘর পাতার ছাওনি।
দ্বারে বসিয়াছেন রাম সীতা আর লক্ষ্মণ
হেনকালে ভরত গিয়া পাইল দরশন।

গোঁসাই বলি ভরত রামের পায় পড়ে
ভাই২ বলি রাম ভরত লয় কোলে।
কান্দিয়া বিকল ভরত ধরিয়া চরন
কার বোলে রাজ্য ছাড়ি তুমি আইলা বন।
মায়া জাতি স্ত্রী সকল মায়াবুদ্ধি ধরে
তার বোলে রাজ্য ছাড়ি আইলা দেশান্তরে।
একবার ফিরিয়া গোঁসাই তুমি চল দেশ
তবে অপরাধী আমি এড়াই মায়ের দোষ।
যদি গোঁসাই দেশে তুমি না কর গমন
পৃথিবীসমেত থাকিলাম দেখিব চরন।
রাম বলেন ভরত তুমি বিচারে পণ্ডিত
না বুঝিয়া যত বল নহেত উচিত।
স্ত্রীর যত ধর্ম্ম ভরত বলিলা বিহিত
সতাইর সেবায় বাপা পরম নিরিত।
অনেক সেবা করিয়া বর পাইল রাজার ঠাঁই
তেকারনে সতাইর দোষ কিছু নাই।
মিথ্যা অনুযোগ সতাইর দোষ নাই
বাপের আজ্ঞায় আমি বনবাস যাই।

চৌদ্দ বৎসর বাপের সত্য করিব পালন
চৌদ্দ বৎসর গেলে দেশে করিব গমন ।
চৌদ্দ বৎসরের পর ভরত হেন মনে বাসি
রাজ্য শূন্য করি ভরত এথা কেন আসি ।
রাজ্য শূন্য করিয়া আইলা সকল পুরী
শূন্য করিলে বাপের অযোধ্যা নগরী ।
শূন্য হইলে রাজ্য লইবে অন্য জনে
ঝাট চল ভরত দেশে করহ গমনে ।
রাম কোলে করি কান্দে কৌশল্যা মহারাণী
সীতা কোলে করি কান্দে সাত শত সতিনী ।
তুমি পতিব্রতা সীতা তুমি পুণ্যবতী
এত সুখ ছাড়ি আইলা স্বামীর সংহতি ।
রাম বলে ভরত তুমি কহত সত্বর
বাপের শুভ বার্ত্তা তুমি কহত কুশল ।
বশিষ্ঠ বলেন রাম কহিতে করি ভয়
স্বর্গবাসে গিয়াছেন রাজা মহাশয় ।
আছাড় খাইয়া পড়ে রাম সীতা আর লক্ষ্মণ
কান্দিয়া বিকল বড় হৈল তিন জন ।

বশিষ্ঠ বলেন ব্যবস্থা আমি বলি তোমাতে
তিন দিন অশৌচ তোমার শাস্ত্রমতে।
বাপের শ্রাদ্ধ করিতে জ্যেষ্ঠ পুত্রে অধিকার
তিন দিন গেলে শ্রাদ্ধ করিবে আরবার।
সকল ভাণ্ডার আছে ভরতের সঙ্গে
যত ধন চাহ রাম সকল আছে সঙ্গে।
বশিষ্ঠ বলেন রাম তুমি জগৎপতি
তোমা বুঝাইতে পারে কাহার শকতি।
সত্য পালিয়া রাজা গেল স্বর্গবাস
হেন বাপের তরে কান্দ পুনা কর নাশ।
তেলের ভিতর বাসি মরা ছিল মহারাজ
ভরত আসিয়া রাজার কৈল অগ্নিকায।
বাপের শ্রাদ্ধ করিয়া যত কৈল দান
দানের কথা রঘুনাথ কহি তোমাস্থান।
ভরতের দানের কথা শুন পরিপাটি
একেক ব্রাহ্মনে ধন দিল এক কোটি।

লক্ষ২ ধেনু দান করিল দুগ্ধাল
দরিদ্র ব্রাহ্মণ যত হইল ঠাকুরাল।
এক রাজার ধন পাইল সাজন সারথি
লক্ষ২ ঘোড়া পাইল মদমত্ত হাতী।
বিংশতি কোটি ছিল রাজার ভাণ্ডার
দানে শূন্য করি ভরত পুরাইল সংসার।
যত২ রাজা হইল চন্দ্র সূর্য্যকুলে
ভরতসমান দান কেহ নাহি করে।
রাম বলেন বশিষ্ঠ কি হয় উচিত
বাপের শ্রাদ্ধ করিব আমি যে হয় বিহিত।
রাম লক্ষ্মণ সীতা চলিল ত্বরিত
ফল্গু নদীর তীরে যাইয়া হৈল উপনিত।
ফল্গু নদীতে স্নান করে তিন জন
নাম গোত্র লইয়া বাপের করিল তর্পণ।
স্নান করি তিন জন উঠে নদীর তীরে
সভা করি বসিলেন ফল্গু নদীর কূলে।
যেখানে রাম বৈসে তথা অযোধ্যা নগরী
রামচন্দ্রে বেড়িয়া বসিল সব পুরী।

রাম বলে বশিষ্ঠ মুনি জিজ্ঞাসি কারণ
পুরমায়ু থাকিতে বাপ মৈল কিকারন ।।
দশ হাজার বৎসর লোক জিয়ে সূর্য্যবংশে
নয় হাজার বৎসরে বাপা গেল স্বর্গবাসে ।
বশিষ্ঠ বলেন মহারাজ গেল পরলোকে
পুরমায়ু থাকিতে মৈল তোমা পুত্রশোকে ।
সুমন্ত্র কহিল গিয়া তোমায় থুইয়া বন
হাহা রাম করি রাজা ত্যজিল জীবন ।
বাপের কথা শুনিয়া কান্দেন তিন ব্যক্তি
বশিষ্ঠের সনে রাম করেন যুকতি ।
যত২ মুনি সকল আসিছেন তপোবনে
বাপের শ্রাদ্ধ করিতে রাম আনিল মুনিগণে ।
বাপের শ্রাদ্ধ রাম করিল নদীর কূলে
বাপের পিণ্ড সমর্পিল ফল্গু নদীর জলে ।
ভরতের ভাণ্ডার রাম সব করিল শূন্য
যেযে মুনি আসিয়াছিল দান দিল দুন ।
হেন বেলা বশিষ্ঠ বলে রাম মহাশয়
ভরতের তরে গোসাঞি কি আজ্ঞা হয় ।

তোমা বিনা ভরতের আর নাই গতি
কি আজ্ঞা ভরতে হয় কিবা অনুমতি।
রাম বলেন লক্ষ্মন আমার প্রানসমান দেখি
প্রানের অধিক আমি ভরতেরে সুখী।
বাপের সত্য চৌর্দ্দ বৎসর করিব পালন
বিধাতানির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
চৌর্দ্দ বৎসর না যাইব সত্য করিব দড়
রাজ্যখণ্ড লৈয়া ভরত দেশের তরে নড়।
যোড়হাতে ভরত বলেন রামের চরনে
কেমনে রাখিব রাজ্য আমার পরানে।
দুই পাদুকা দেহ তোমার করি নিয়া রাজা
তবে দেশে যাই লৈয়া লোক করুন পুজা।
তোমার পাদুকা যদি থাকিল রাজ্যেয় ভিতর
ত্রিভুবনভিতরে মোর কারে নাই ডর।
ভরতের কথা শুনি হাসেন শ্রীরাম
দুই পাদুকা দিই ভরত চল নন্দিগ্রাম।
নন্দিগ্রামে পাট করি কর রাজকার্য্য
সাবধান হৈয়া দেখিহ বাপের রাজ্য।

ঝাট দেশে ভরত আজি করহ গমন
শূন্য রাজ্য পাইয়া পাছে লয় অন্য জন।
দুই পাদুকা ভরত শিরে নিয়া ধীরে
ছয় দণ্ড ধরিলেন পাদুকা মাতার উপরে।
দুই পাদুকা রামের কাছে হৈল অভিষেক
রাজ্যখণ্ড লৈয়া ভরত চলিল নিজ দেশ।
আসিবার বেলা উঠে ক্রন্দনের রোল
কেহ কার শুনিতে না পায় আপনার বোল।
রাম কোলে করিয়া কান্দেন কৌশল্যা রাণী
সীতা কোলে করি কান্দে সাত শত সতিনী।
সুমিত্রা কান্দে কোলে করিয়া লক্ষ্মণ
রাজ্যখণ্ড লৈয়া ভরত দেশেরে গমন।
ভরতে বিদায় দিয়া রাম গেল কত পথ।
রাজ্যখণ্ড লৈয়া বিমুখ হইল ভরত।
তিন দিবসে আইল অযোধ্যা নগরী
নন্দিগ্রামে ভরত করি দিব্য আওয়ারী।

বিশ্বকর্ম্মা পাঠাইয়া দিলেন ভগবান
নন্দিগ্রামে বাড়িখান করিল নির্ম্মান।
রত্নসিংহাসনে ভরত নেতের তুলি পাতি
তার ওপর পাদুকা থুইয়া ধরে দণ্ড ছাতি।
তার হেটে ভরত কৃষ্ণসার চর্ম্মে
পাত্র মিত্র লৈয়া ভরত আছেন রাজকর্ম্মে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের গীত অমৃতের ভাণ্ড
এত দূরে সমাপ্ত হৈল অযোধ্যা কাণ্ড।

রামায়ন

তৃতীয় কাণ্ড।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং
সুন্দরং কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং
বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং। রাজেন্দ্রং সত্যসিন্ধুং
দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং বন্দে
লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং
রাবণারিং।—

অথ অরণ্য কাণ্ড লিখ্যতে।

রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া দেশে আইল ভরতে
তিন জন আইল রাম চিত্রকূট পর্ব্বতে।
চিত্রকূট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে
সেই স্থানে রহিল রাম চিত্রকূট দেশে।
মুনিগণ একে২ করে কানাকানি
বিস্ময় হইয়া রাম জিজ্ঞাসেন কাহিনী।
বৃদ্ধ মুনি গোঁসাঞি তুমি সকল মুনির পতি
আমা বারি করিয়া কেন করহ যুকতি।

কোন দোষ করিলাম আমি কোন ব্যবহার
লক্ষ্মণ করিল মোর কোন দুরাচার।
কোন দোষ করিল মোর সীতা সুন্দরী
আমা বারি করি কেন কর সারিভুরি।
রামের বাক্যেতে মুনি পড়িল বড় লাজে
বৃদ্ধ মুনি উঠিয়া বলেন সভার মাঝে।
মুনিগন বলেন রাম তুমি সভার পতি
আপনি লক্ষ্মী হন তোমার সীতা সত্যবতী
কোন্ দোষের দোষী নহে বীর লক্ষ্মন
মুনিগনের কানাকানির শুন বিবরন।
খর নামে রাবনের ভাই বৈসে এই দেশে
মহাদুরাচার করে মুনিগনে হিংসে।
কুৎসিত বচন বলে বেড়ায় লাগিটে
তপস্যা ভঙ্গ করে মোরা বেড়াই শঙ্কটে।
রাক্ষসের ডরে মোরা লুকাইয়া ঘরে আসি
ফল ফুল কাড়িয়া খায় ভাঙ্গিত কলসি।
এই বন ছাড়িয়া মোরা যাব অন্য বন
মুনিগনের কানাকানি এইসে কারন।

মুনিগণ ছাড়িল যদি শূন্য হৈবে বন
শূন্য হৈলে কেমনে বঞ্চিবে তিন জন।
তোমার সঙ্গে সীতা দেবী অতি বড় রূপ
কেমনে বঞ্চিবে তুমি রাক্ষসের সমীপ।
বিক্রমে বিশাল তুমি আমি জানি মনে
কত সম্বরিয়া তুমি থাকিবে রাত্রি দিনে।
এই বন ছাড়ি মোরা অন্য বন যাই
আমা সভার সঙ্গে রাম আর দেখা নাই।
স্ত্রী পুরুষে মুনিগণ চলিল সত্বর
যাহ থাক রাম তুমি কহিল মুনিবর।
শূন্য হৈল মুনির পাড়া নাহিক সঞ্চার
চিন্তিত হইল রাম না দেখেন নিস্তার।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি
অরণ্য কাণ্ড গাইলেন প্রথম সিকলি।

আমা নিতে ভরত ভাই করিল যতন
দেশে গেল ভাই আর নাহি দরশন।

কিকারনে না শুনিলাম ভায়ের বচন
অত্রিকের বাড়ি আজি বঞ্চি তিন জন।
এত যদি রঘুনাথ চিন্তিল মনেং
চিত্রকুট ছাড়িয়া চলিল তিন জনে।
পুভাতে করিল রাম স্নান তর্পন
তিন জন বন্দে গিয়া মুনির চরন।
রাম দেখি মুনিবর ওঠিল সম্ভ্রমে
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইল কুশাসনে।
আপন পত্নীর ঠাঁই সমর্পিল সীতা
পালন করহ যেন আপন দুহিতা।
মুনিপত্নী দেখেন সীতা তপেতে আগলি
তপ করি জনম গেল পাকিল মাথার চুলি।
দশ বৎসর অনাবৃষ্টি পুড়িছে পৃথিবী
ফল সেঁচিয়া লোক রাখে সহায় হৈয়া দেবী।
লোকের আহার মিলে বৃাহ্মণীর তপঃফলে
বৃাহ্মণীর তপে লোক আছেত কুশলে।
নমস্কার করি সীতা যোড়হাতে আছে
দেখিয়া মুনিপত্নী সীতায় বার্ত্তা পুছে।

রাজকুলে জন্ম তোমার বিভা রাজকুলে
দুই কুল উজ্জল তুমি কৈলে গুনে শীলে।
এত সম্পদ ছাড়িয়া স্বামির সঙ্গে চলে
হেন স্ত্রী পাইলেন রাম অনেক তপের ফলে।
সীতা বলেন গুনী হৈলে কি করিবে ধনে
স্বামির সেবা আমি করিব রাত্রি দিনে।
অসতী স্ত্রী হৈলে স্বামী নাহি মানে
আমারে বুঝাইল মাতা বিবিধ বিধানে।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য কিবা ধনে
অন্য ধনে কি করিবে স্বামির বিহনে।
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মোর সর্ব্ব গুনের গুনী
হেন প্রভুর সেবা করিতে ভাগ্য হেন মানি।
এক নারী বই যেই অন্য নাহি জানে
হেন স্বামির সেবা করিবে বিবিধ বিধানে।
সীতার কথা শুনি তুষ্ট হইল ব্রাহ্মণী
মুনিপত্নীর কাছে রহিল সীতা ঠাকুরাণী।

হরিষে সীতার তরে দিল আলিঙ্গন
দিব্য অলঙ্কার দিল বহুমূল্য ধন।
তুষ্ট হৈয়া বলেন মাতা শুন দেবী সীতা
পূর্ব্ববৃত্তান্ত মোরে কহ জন্মকথা।
সীতা বলেন জনক রাজা যজ্ঞভূমি চসে
হেনকালে মেনকা যায় উপর আকাশে।
অন্তরীক্ষে যাইতে বাতাসে বস্ত্র উড়ে
তাহা দেখি জনকের তেজ টলিয়া পড়ে।
সেই বীর্য্যে জন্ম মোর হৈল চাসভূমে
চাসের ধূলা লাগিল তবে লাঙ্গলের মুয়ে।
অযোনি সম্ভবা মোর জন্ম মহীতলে
লাঙ্গল ছাড়িয়া জনক আমা নিল কোলে।
আপন কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি
হেনকালে আকাশে হইল দৈববানী।
দেবগণ ডাকি বলে শুন জনক ঋষি
তোমার বীর্য্যে হৈল কন্যা পরম রূপসী।
অযোনি সম্ভবা হৈল তোমার দুহিতা
লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম হৈল সীতা।

এতেক শুনিয়া হৈল হরষিত মন
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
প্রধান মহাদেবির ঠাঁই সমর্পিল সীতা
আমারে পালেন যেন আপন দুহিতা।
দিনে২ বাড়ি আমি মায়ের পালনে
আমা দেখি বাপ মোর চিন্তেন মনে২।
বজ্রসমান ধনুক তাহে দিল মহেশ্বর
যে ধনুকে গুণ দিবে সেই সীতার বর।
দারুণ প্রতিজ্ঞা কৈল ত্রিভুবনের সার
তের লক্ষ বর আইল রাজার কুমার।
ধনুক দেখিয়া তবে সভার অন্তর কাঁপে
বাপারে সম্ভাষি সব পলায় মনস্তাপে।
অর্ব্বুদ বলবন্ত লোকে সেই ধনুক বই
সে ধনুকে গুণ দিবে হেন জন কই।
রাম লক্ষ্মণ লইয়া গেলেন বিশ্বামিত্র ঋষি
ধনুক দেখিয়া রাম মনে২ হাসি।
ধনুকে গুণ দিতে বাপা রঘুনাথে বলে
ধনুক খান ধরি রাম বাম হাতে তোলে।

ধনুকে গুণ দিতে সেই ধনুক খান ভাঙ্গে
ধনুক ভাঙ্গিল শব্দ ত্রিভুবনে লাগে।
ধনুকের শব্দ যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে কাঁপিল সর্ব্ব জনা।
মাতায় পঞ্চ ঝুঁটি রামের বিক্রমে বিশাল
চুড়াকরণ হৈল তাহে লোকে চমৎকার।
বিভা করিতে বলিল পিতা রামের বিদায়মানে
বাপের অগোচরে রাম বিভা নাই মানে।
রাজ্যসমেত দশরথ আইল সম্বাদে
পুত্রের বিভা দিল রাজা পরম আনন্দে।
শ্রীরাম করিলেন আমার পানিগ্রহণ
উর্ম্মিলার তরে বিভা করিল লক্ষ্মণ।
কুশধ্বজ খুড়ার ছিল দুই নন্দিনী
ভরত শত্রুঘ্ন বিভা করিল আপনি।
চারি পুত্র বধূ লৈয়া শশুর গেল গ্রাম
হেনমতে মিলিল মোর স্বামী প্রভু রাম।
এত যদি সীতা দেবী কহিল কাহিনী
সীতার কথায় তুষ্ট হৈল মুনির ব্রাহ্মণী।

সীতার কপালে দিল রঙ্গ সিন্দুর
রত্ন অলঙ্কার দিল হার কেয়ুর।
দিব্য অলঙ্কার দিল দিব্য অঙ্গুরী
ত্রিভুবন জিনি রূপ সীতাত সুন্দরী।
একেত সুন্দরী সীতা অধিক বাড়ে বেশে
সীতার রূপ দেখি ব্রাহ্মণী বিস্তর প্রসংশে।
প্রদোষ পশ্চাৎ হইল প্রবেশে রজনী
রামের নিকট গেলেন সীতা হইয়া কামিনী।
রূপ বেশ করি সীতা গেলেন রামের স্থান
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী যেন হৈল অধিষ্ঠান।
সীতা দেখি রঘুনাথের পরম পীরিতি
মুনির আশ্রমে রাম বঞ্চে সুখে রাতি।
প্রভাতে করেন রাম স্নান তর্পণ
তিন জন বন্দিল গিয়া মুনির চরণ।
আশীর্ব্বাদ করিল অস্তিক মহামুনি
শ্রীরামেরে মহামুনি দিলেন মেলানি।

সন্ধ্যাহইলে রাক্ষস আইসে এই দেশে
নিরন্তর ওৎপাত করে অনেক রাক্ষসে।
ঐ দেখ রঘুনাথ বনের ওৎপত্তি
ঐ বনে বঞ্চ রাম প্রভু তিন ব্যক্তি।
মুনির চরণে রাম করিল প্রণাম
দণ্ডক ওদ্দেশে রাম করিল পয়ান।
আগে যান রঘুনাথ পশ্চাৎ লক্ষ্মণ
মধ্য স্থানে সীতা বনে চলিল তিন জন।
নানা ফল ফুল দেখেন গন্ধেতে আমোদিত
ময়ূরে কেকয় ধীরে ভ্রমরে গায় গীত।
নানা পক্ষীকলরব মধুর যত শুনি
নিত্য২ আসিয়া নাচে ইন্দ্রের নাচনি।
বনের ভিতরে অনেক করেত বসতি
রাম দেখি মুনি সবে হরিষে করেন স্তুতি।
রাজ্যে থাক বনে থাক তুমি সভার রাজা
যথা তথা থাক তুমি করিব তোমার পূজা।
নানা ফল মূল মধুর ভালত সুস্বাদ
ফল আহার করিয়া রামের ঘুচে অবসাদ।